অদৃশ্যের পর্দা এবং কাশফ খোলার ভয়ঙ্কর সাধনা

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

অদৃশ্যের পর্দা এবং কাশফ খোলার ভয়ঙ্কর সাধনা

ভূমিকা:

আপনার কি কখনো মনে হয়েছে যে আপনার ঘরের বন্ধ দরজার ওপাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে অথচ দরজা খুললে কাউকে দেখা যায় না? মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে বিছানার পাশে ছায়ার মতো কাউকে বসে থাকতে দেখে কি আপনার রক্ত হিম হয়ে গেছে? আমরা আমাদের এই চর্মচক্ষে যা দেখি তা সৃষ্টির অতি ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র কিন্তু এর বাইরেও রয়েছে এক বিশাল অদৃশ্য জগত যা সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে।কাশফ বা বাতেনি চোখ হলো এমন এক অলৌকিক চাবি যা দিয়ে এই অদৃশ্য জগতের তালা খোলা যায় এবং দেয়ালের ওপাশের দৃশ্যও কাঁচের মতো পরিষ্কার দেখা যায়।আজ আমরা সেই নিষিদ্ধ ও গুপ্ত বিদ্যার গভীরে প্রবেশ করব যা জানলে আপনি বর্তমান অতীত এবং ভবিষ্যতের এমন সব খবর জানবেন যা শুনলে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেবে।

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আধ্যাত্মিকতার এই গহীন ও রহস্যময় দুনিয়ায় আপনাদের স্বাগতম।আমি আপনাদের খাদেম,

হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক ও আমিল-এ-কামিল।আজ আমি আপনাদের শেখাব কীভাবে অন্তরের চোখ খুলে গায়েবি জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয় এবং অদৃশ্যের খবর জানতে হয়।

অধ্যায় ১: তৃতীয় নেত্র বা ক্বলবের চোখের রহস্য

মানুষের কপালে দুই চোখের মাঝখানে এমন একটি সুপ্ত স্থান বা লতিফা রয়েছে যাকে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় তৃতীয় নেত্র বা বাতেনি চোখ বলা হয় যা খুললে দূরবিনের মতো বহুদূরের জিনিস কাছে চলে আসে।সাধারণ মানুষ তাদের জাহেরি চোখ দিয়ে কেবল মাটির তৈরি বস্তু দেখতে পায় কিন্তু যখন কোনো সাধক কঠোর সাধনার মাধ্যমে তার ক্বলবের মরিচা দূর করে ফেলে তখন তার সামনে থেকে স্থান ও কালের পর্দা সরে যায়।এই চোখ একবার খুলে গেলে আপনি ঘরে বসেই হাজার মাইল দূরের মানুষের অবস্থা দেখতে পাবেন এবং কারো চেহারার দিকে তাকালেই তার মনের ভেতরের লুকানো কথাগুলো আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।**প্রাচীন যুগের সুফি সাধকরা এই চোখের মাধ্যমেই মুরিদদের মনের অবস্থা বলে দিতেন এবং ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিতেন যা কোনো জাদু নয় বরং আত্মশুদ্ধির এক চরম স্তর**।তবে মনে রাখবেন এই চোখ খোলার পর আপনি এমন সব ভয়ঙ্কর আকৃতি ও রুহানি সত্তা দেখতে পাবেন যা দুর্বল চিত্তের মানুষকে পাগল করে দিতে পারে।এই অধ্যায়ে

আমরা জানব কীভাবে দুনিয়াবি লোভ লালসা ত্যাগ করে এই তৃতীয় চোখ খোলার জন্য নিজের মস্তিষ্ক ও মনকে প্রস্তুত করতে হয়।

অধ্যায় ২: পাপের পর্দা এবং দৃষ্টির অন্তরায়

আমরা কেন গায়েবি জগত বা ফেরেশতাদের দেখতে পাই না তার মূল কারণ হলো আমাদের গুনাহের কালো পর্দা যা আমাদের রুহানি দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ করে রেখেছে।প্রতিটি মিথ্যা কথা, হারাম খাবার এবং কুদৃষ্টি আমাদের ক্বলবের ওপর একটি করে কালো দাগ ফেলে দেয় এবং ধীরে ধীরে সেই দাগ জমতে জমতে একটি শক্ত ইটের দেয়ালের মতো হয়ে দাঁড়ায়।কাশফ অর্জনের প্রথম শর্তই হলো তওবায়ে নাসুহা বা খাঁটি তওবার মাধ্যমে সেই কালো দাগগুলো মুছে ফেলা যেন আয়নার মতো পরিষ্কার হৃদয়ে অদৃশ্যের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতে পারে। যতক্ষণ আপনার পেটে এক লোকমা হারাম খাবার থাকবে বা আপনার চোখ পরনারীর দিকে যাবে ততক্ষণ হাজার বছর জিকির করলেও আসমানের কোনো খবর আপনার কাছে আসবে না।এই স্তরে সাধককে দুনিয়ার কোলাহল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয় এবং জিহ্বাকে তালা মেরে দিতে হয় যাতে অনর্থক কথা বলে নতুন কোনো পাপ আমলনামায় যুক্ত না হয়।**শরীরকে পবিত্র রাখার জন্য সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকতে হয় কারণ নাপাক শরীরে শয়তান বাসা বাঁধে কিন্তু পাক শরীরে ফেরেশতারা যাতায়াত করে।**

অধ্যায় ৩: নির্জনতার ভয়াবহতা ও সাহসের পরীক্ষা

কাশফ বা দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য আপনাকে এমন নির্জনতা বেছে নিতে হবে যেখানে আপনার নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না এবং সেই নির্জনতাই হবে আপনার প্রথম পরীক্ষা।যখন আপনি গভীর রাতে একাকি কোনো অন্ধকার ঘরে বা নির্জন জঙ্গলে ধ্যানে বসবেন তখন শয়তান আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য ভয়ঙ্কর সব মায়া জালের সৃষ্টি করবে।কখনো মনে হবে আপনার কানের কাছে কেউ বিকট চিৎকার করছে আবার কখনো মনে হবে ঘরের ছাদ ভেঙে আপনার ওপর পড়ছে যা আসলে কিছুই নয় বরং আপনার মনোযোগ নষ্ট করার শয়তানি কৌশল।এই সময় যদি আপনি ভয় পেয়ে চোখ খুলে ফেলেন বা জিকির বন্ধ করে দেন তবে সাধনা তো নষ্ট হবেই উপরন্তু আপনার মানসিক ভারসাম্য চিরতরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।আপনাকে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে যে আপনার চারপাশে আল্লাহর নূরের ফেরেশতারা পাহারায় আছে যারা আপনাকে রক্ষা করবে।এই স্তরের ভয়কে যে জয় করতে পারে কেবল সেই অদৃশ্যের জগতের টিকেট পায়।

অধ্যায় ৪: খানাপিনা ও নিদ্রা ত্যাগের কঠোর নিয়ম

শরীরকে দুর্বল করা ছাড়া রুহ বা আত্মাকে শক্তিশালী করা সম্ভব নয় তাই কাশফ সাধককে খাবারের পরিমাণ একদম কমিয়ে দিতে হয়

যাকে আধ্যাত্মিক ভাষায় ‘রিয়াজত’ বলা হয়।এই সাধনা চলাকালীন সময়ে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ বা যেকোনো প্রাণিজ খাবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে এবং কেবল যব, রুটি বা সামান্য ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়।বেশি খাবার খেলে শরীরে অলসতা আসে এবং ঘুম বেড়ে যায় আর অতিরিক্ত ঘুম হলো আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে বড় শত্রু যা মানুষের বাতেনি চোখকে বন্ধ করে দেয়।আপনাকে রাতের বেশিরভাগ সময় জেগে ইবাদতে কাটাতে হবে এবং দিনের বেলাতেও কথা কম বলতে হবে যাতে আপনার সমস্ত শক্তি কেবল ধ্যানের কাজে ব্যয় হয়।যখন শরীর শুকিয়ে যাবে এবং পেটের ক্ষুধা তীব্র হবে তখনই আত্মার ক্ষুধা মিটবে এবং চোখের সামনের পর্দাগুলো এক এক করে খসে পড়তে শুরু করবে।এই কঠোর নিয়ম মেনে চলা সহজ নয় কিন্তু অদৃশ্যের খবর জানতে হলে এই আগুনের নদী পার হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

অধ্যায় ৫: তাহাজ্জুদের সময়ের অলৌকিক পরিবেশ

রাত যখন তিনটা বাজে এবং সমগ্র পৃথিবী যখন ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় তখন আসমানের বিশেষ দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং গায়েবি সংকেতগুলো পৃথিবীতে নেমে আসতে থাকে।কাশফ সাধনার জন্য এই সময়টি হলো মোক্ষম সময় কারণ তখন বাতাসে শয়তানের প্রভাব কম থাকে এবং রহমতের ফেরেশতাদের আনাগোনা বেড়ে যায়। এই সময়ে আপনাকে অন্ধকারে জায়নামাজে বসে চোখের পলক না

ফেলে নির্দিষ্ট বিন্দুতে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে যাকে ‘ত্রাটক’ বা স্থির দৃষ্টির সাধনা বলা হয়।ঘরের পরিবেশ হতে হবে শান্ত এবং সুগন্ধিময় যেখানে আগরবাতি বা আতরের ঘ্রাণ থাকবে কারণ সুগন্ধি ভালো রুহ বা আত্মাদের আকৃষ্ট করে এবং দুর্গন্ধ শয়তানকে ডেকে আনে।এই গভীর রাতে যখন আপনি একাগ্র চিত্তে আল্লাহর নাম জপবেন তখন আপনি অনুভব করবেন যে আপনার চারপাশের বাতাস ভারী হয়ে আসছে এবং কেউ একজন আপনার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।এই অনুভূতিই হলো প্রথম লক্ষণ যে আপনি আর একা নন বরং অদৃশ্য জগত আপনার ডাকে সাড়া দিতে শুরু করেছে।

অধ্যায় ৬: স্বপ্নের মাধ্যমে গায়েবি ইশারা প্রাপ্তি

কাশফ খোলার প্রথম ধাপ শুরু হয় স্বপ্নের মাধ্যমে যেখানে আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের ভবিষ্যতের ঘটনার ইঙ্গিত দেন বা কোনো জটিল সমস্যার সমাধান জানিয়ে দেন।সাধক যখন পবিত্র অবস্থায় ঘুমায় তখন তার রুহ বা আত্মা দেহ থেকে বের হয়ে উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করে এবং লওহে মাহফুজের কিছু জ্ঞান আহরণ করে নিয়ে আসে।আপনি স্বপ্নে হয়তো দেখবেন যে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি আপনাকে কিছু বলছেন বা কোনো লিখিত কাগজ দেখাচ্ছেন যেখানে আপনার প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে।এই স্বপ্নগুলো সাধারণ স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট হয় না বরং দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয় এবং ঘুম ভাঙার পরেও সেই দৃশ্য আপনার মনে গেঁথে থাকে।অনেক সময় স্বপ্নে আপনি এমন কোনো

জায়গায় নিজেকে দেখবেন যেখানে আপনি আগে কখনো যাননি অথচ বাস্তবে কিছুদিন পরেই আপনি সেখানে উপস্থিত হবেন।**সত্য স্বপ্ন বা 'রুইয়ায়ে সালিহা' হলো নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ যা সাধকের জন্য গায়েবি সংকেত হিসেবে কাজ করে।**

অধ্যায় ৭: কাশফ খোলার পূর্ণাঙ্গ সাধনা (আমল)

(এটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং শক্তিশালী অধ্যায় তাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং প্রতিটি নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করুন)।**কাশফ বা অদৃশ্যের পর্দা সরানোর জন্য সূরা ক্বাফ-এর ২২ নম্বর আয়াতের এক বিশেষ আমল রয়েছে যা টানা ২১ দিন করতে হয়।**হিজরি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ জুমার রাতে এশার নামাজের পর একটি অন্ধকার ঘরে পাক-পবিত্র হয়ে কাবার দিকে মুখ করে বসবেন।প্রথমে ১১ বার দুরুদ ইব্রাহিম পাঠ করবেন এবং তারপর সূরা ক্বাফ-এর ২২ নম্বর আয়াত "ফাকাসাফনা আনকা গিত-আকা ফাবাসারুকাল ইয়াওমা হাদিদ" এই আয়াতটি ১০০০ বার পাঠ করবেন।পাঠ করার সময় চোখ বন্ধ রাখবেন এবং দুই চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে মনোযোগ নিবদ্ধ করে কল্পনা করবেন যে সেখান থেকে একটি তীব্র আলোর রশ্মি বের হয়ে অন্ধকার ভেদ করে চলে যাচ্ছে।১০০০ বার পাঠ শেষে আবার ১১ বার দুরুদ শরীফ পড়বেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবেন যেন তিনি আপনার চোখের পর্দা সরিয়ে দেন।এই আমলটি ২১ দিন পর্যন্ত কোনো বিরতি

ছাড়া করতে হবে এবং আমল চলাকালীন সময়ে কারো সাথে মিথ্যা বলা বা ঝগড়া করা যাবে না।ইনশাআল্লাহ ২১ দিনের মধ্যেই আপনি চোখের সামনে নূরের ঝলকানি দেখতে পাবেন এবং দেয়ালের ওপাশের জিনিস আপনার কাছে দৃশ্যমান হতে শুরু করবে।

অধ্যায় ৮: দৃশ্যমান জগতের পরিবর্তন ও অদ্ভুত অভিজ্ঞতা

সাধনা যখন পূর্ণতার দিকে এগোবে তখন আপনি দিনের বেলাতেও এমন কিছু ছায়া বা আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পাবেন যা অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না।হঠাৎ করে মনে হবে আপনার সামনে দিয়ে কেউ হেঁটে গেল অথবা আপনি বসে আছেন অথচ আপনার মনে হচ্ছে আপনি শূন্যে ভেসে আছেন।মানুষের মুখের দিকে তাকালে আপনি তাদের আসল চেহারা বা তাদের মনের ভেতরের পশুপ্রবৃত্তির রূপ দেখতে পারেন যা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ হতে পারে।কখনো কখনো কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবরের ভেতরের আজাব বা শাস্তি আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে যা দেখে আপনার সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়বে।এই পর্যায়ে এসে অনেক সাধক ভয় পেয়ে যান কিন্তু আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে কারণ আল্লাহ আপনাকে বিশেষ ক্ষমতা দিচ্ছেন।এই সময় আপনার কানে গায়েবি আওয়াজ আসতে পারে যা আপনাকে নির্দেশ দেবে বা কোনো বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করবে।

অধ্যায় ৯: জিন ও ফেরেশতার পার্থক্য বোঝার উপায়

কাশফ খুললে শয়তান বা দুষ্ট জিনরাও সাধককে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ফেরেশতার রূপ ধরে সামনে আসতে পারে এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারে।**আসল ফেরেশতা বা ভালো রুহানি সত্তা যখন আসবে তখন আপনার অন্তরে প্রশান্তি বা 'সাকিনা' নাজিল হবে এবং শরীর ঠান্ডা হয়ে যাবে আর সুঘ্রাণে ঘর ভরে যাবে।**কিন্তু যদি কোনো শয়তানি শক্তি আসে তবে আপনার অন্তরে ভয় ও অস্থিরতা কাজ করবে এবং শরীর গরম হয়ে যাবে বা দুর্গন্ধ অনুভূত হবে। শয়তান আপনাকে এমন কিছু করতে বলবে যা শরিয়ত বিরোধী বা যাতে মানুষের ক্ষতি হয় কিন্তু ফেরেশতারা সর্বদা ভালো কাজের নির্দেশ দেয়।এই পার্থক্য বুঝতে পারা অত্যন্ত জরুরি কারণ ভুল সত্তার অনুসরণ করলে সাধক পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।নিজের ইমান ও আমল ঠিক থাকলে আল্লাহ সাধকের অন্তরে এমন এক ফুরকান বা বিচারশক্তি দিয়ে দেন যা দিয়ে সে সত্য ও মিথ্যা আলাদা করতে পারে।

অধ্যায় ১০: অর্জিত ক্ষমতার ব্যবহার ও সতর্কতা

কাশফ বা গায়েবি খবর জানার ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত এক আমানত যা কখনোই মানুষের ক্ষতি করার জন্য বা লোক দেখানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না।যদি আপনি এই ক্ষমতা দিয়ে লটারি জেতার চেষ্টা

করেন বা মানুষের গোপন দোষ খুঁজে বের করে তাদের ব্ল্যাকমেইল করেন তবে এই শক্তি নিমিষেই কেড়ে নেওয়া হবে।এই জ্ঞান শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণ, সঠিক পথ প্রদর্শন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যই ব্যবহার করতে হবে এবং এটি গোপন রাখাই উত্তম।যারা নিজেদের কারামতি বা অলৌকিক ক্ষমতা জাহির করে বেড়ায় তারা আসলে ভণ্ড এবং তাদের পতন অনিবার্য।আপনি যত বেশি বিনয়ী হবেন এবং নিজের ক্ষমতা গোপন রাখবেন আল্লাহ আপনাকে তত বেশি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করবেন।মনে রাখবেন এই ক্ষমতা কোনো খেলার পুতুল নয় বরং এটি একটি জ্বলন্ত কয়লা যা সঠিক হাতে থাকলে আলো দেয় আর ভুল হাতে থাকলে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

শিক্ষণীয় উপসংহার

প্রিয় দর্শক, কাশফ বা অদৃশ্যের খবর জানা কোনো জাদুর খেলা নয় বরং এটি আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়ার এক মহান উপহার।যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের অন্তরকে হিংসা, লোভ ও পাপ থেকে মুক্ত করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত এই নূরের জগত আমাদের কাছে অন্ধকারই থাকবে।আল্লাহর হুকুম মানুন, হারাম বর্জন করুন এবং সুন্নতের পথে চলুন, দেখবেন একদিন আপনার জন্যও সেই গোপন দরজা খুলে গেছে।তবে সঠিক গুরু বা উস্তাদ ছাড়া একা একা এই পথে না এগোনোই বুদ্ধিমানের কাজ কারণ এতে পদে পদে বিপদের ঝুঁকি থাকে।

আপনি কি অদৃশ্যের জগতের আরও গভীরে প্রবেশ করে গোপন সব সাধনা হাতে-কলমে শিখতে চান? তবে আমাদের ‘তিলিসমাতি মেগাক্লাস’ -এ চোখ রাখুন।পরবর্তী মেগাক্লাসে আমরা নিয়ে আসছি কাশফ ও গায়েব বিষয়ক ১২টি বিশেষ পর্ব:

১. ইসতিখারা কাশফ: ঘুমের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত বা গায়েবি নির্দেশনা পাওয়ার সহজ আমল।

২. মনের কথা পাঠ: অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের গোপন কথা পড়ার উপায়।

৩. জিন দেখার চশমা: বিশেষ সুরমা ও আমল ব্যবহার করে জিন বা ফেরেশতা দেখার সাধনা।

৪. কবর কাশফ: কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির অবস্থা বা আজাব দেখার ভয়ঙ্কর পদ্ধতি।

৫. ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যা: ইলমে জাফরের মাধ্যমে আগামীকালের ঘটনা আজই জানার গাণিতিক কৌশল।

৬. হারানো মানুষের খোঁজ: নখের আয়নায় হাজিরাত বসিয়ে হারানো ব্যক্তি কোথায় আছে তা দেখা।

৭. দেওয়াল ভেদ দৃষ্টি: ইয়া বাসিরু নামের সাধনায় দেয়ালের ওপাশের দৃশ্য দেখার শক্তি অর্জন।

৮. চোর ধরার আয়না: পানির বাটিতে চোরের চেহারা স্পষ্ট দেখার পরীক্ষিত কুরআনি আমল।

৯. স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ: লুসিড ড্রিম বা স্বপ্নের মধ্যে সচেতন হয়ে নিজের ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখা।

১০. দূরশ্রবণ ক্ষমতা: হাজার মাইল দূরের মানুষের কথোপকথন শোনার আধ্যাত্মিক টেলিপ্যাথি।

১১. রোগ নির্ণয় কাশফ: রোগীর চেহারার দিকে তাকিয়েই তার শরীরের গোপন রোগ বলে দেওয়ার বিদ্যা।

১২. আত্মার ভ্রমণ: শরীর এক জায়গায় রেখে রুহকে মক্কা-মদিনা বা আসমানে ভ্রমণ করানোর সাধনা।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন। আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে

ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন।জাঝাকাল্লাহু খাইরান।